ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক সংবাদ

024

তারিখ ... 04 AUG 1989

পৃষ্ঠা ... ৪

রমনা রেল স্কুল

# অনশনকারীদের করুণ অবস্থা

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

স্থায়ী জায়গা বরাদ্দ না করে ওসমানী উদ্যান থেকে উচ্ছেদের প্রতিবাদে রমনা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, কর্মচারী ও অভিভাবকদের আমরণ অনশনের তৃতীয়

৩-এর পাতায় দেখুন

## রমনা রেল স্কুল

*প্রথম পৃষ্ঠার পর*

দিনেও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়নি। এই খোদ রাজধানীতেই যেখানে নকলের অধিকার এবং পরীক্ষা পিছানোর দাবীতে মিছিল হয় সেখানে একটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-অভিভাবকরা নিজেরা পড়াশুনা করার জন্য নিজেদের ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে অনশন করছে। পরীক্ষা পিছানোর দাবী প্রায়ই মেনে নেয়া হয়; কিন্তু একটি সুপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের ৬শ' ছাত্র-ছাত্রীর দিকে চেয়ে তাদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থায়ী জায়গা হয় না— এমনটি কিভাবে সম্ভব ?

যে সময় রাজধানীর অন্যান্য স্কুলে ছেলে-মেয়েরা ক্লাস করে, বাসায় অভিভাবকদের সান্নিধ্যে থাকে কিংবা লেখাপড়া করে সে সময় রমনা রেলওয়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রেসক্লাবের সামনে আমরণ অনশন করছে। আর তিন মাস পর বার্ষিক পরীক্ষা হবে। এসব ছাত্র-ছাত্রী জানে না তাদের ভবিষ্যৎ কি ? গতকাল এই প্রতিবেদক দুপুরে অনশনরত ছাত্র-ছাত্রীদের দেখতে গিয়ে এক করুণ দৃশ্য দেখতে পায়। অনশনরত স্থানে ছোট ছোট নিষ্পাপ ছাত্র-ছাত্রীরা কাতরাচ্ছে। স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র মুহম্মদ জাহাঙ্গীর উপুড় হয়ে পড়েছিল কিন্তু কিছুতেই সে শুয়ে থাকতে পারছিল না। বারবার এপাশ-ওপাশ করছিল। নিশ্চয়ই জাহাঙ্গীরের এ সময় এখানে থাকার কথা ছিল না। এ সময় তাঁর ক্লাসে না হয় বাসায় থাকার কথা ছিল। অথচ রাজপথে কেন ? রাজপথ তো তাঁর জন্য নয়, নয় রমনা রেলওয়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, অভিভাবকদের জন্য। তাদের স্থান স্কুল।

রাজধানী ঢাকা তিলোত্তমা হচ্ছে। সেই তিলোত্তমার অংগ হিসেবেই গড়ে উঠেছে ওসমানী উদ্যান। আর এ ওসমানী উদ্যানের পশ্চিম পাশেই রমনা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়। তিলোত্তমা সুন্দর পরিচ্ছন্ন নগরী সবারই কাম্য। কিন্তু কোন তিলোত্তমা স্থানে জ্ঞানার্জনের পতাকাবাহী একটি বিদ্যাপীঠ থাকা কি অসুন্দর ? ওসমানী উদ্যানের পার্শ্বে রমনা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়টি থাকলে এ উদ্যানের সৌন্দর্য বর্ধন ছাড়া অসুন্দর কিছু হবে কি ? যেখানে 'পথকলি'দের জন্য বিদ্যালয় হচ্ছে, রাস্তার ছিন্নমূলদের ধরে এনে স্কুলে পাঠদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, সেখানে একটি প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় উচ্ছেদ কোনক্রমেই কাম্য হত পারে না। অন্ততঃ গরীব-দুঃখী মানুষের সুহৃদ হিসেবে পরিচিত রাষ্ট্রপতি এরশাদ এ বিষয়ে যথার্থ উদ্যোগ নেবেন— স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা এ আশায় দিন গুণছেন।

### মৃত্যুই শ্রেয়ঃ—

বিদ্যালয়ের অনশনকারীরা গতকালের তৃতীয় দিনে ঘোষণা করেছেন, একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রক্ষা করতে যদি তাদের মৃত্যুও হয় তবুও তা হবে সাধারণ মৃত্যুর চাইতে শ্রেয়ঃ। অনশনরত আরো ৫ জন ছাত্র গতকাল অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল আমরণ অনশনে আরো ২ জন ছাত্র এবং প্রতীক অনশনে ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ছাত্র-শিক্ষকরা অবিলম্বে তাদের দাবী মেনে নেয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে। অপরদিকে এক আবেদনে তাদের প্রাণের দাবীর প্রতি দেশবাসীর সার্বিক সহায়তা কামনা করা হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরীর আমীর আবদুল কাদের মোল্লা গতকাল বিদ্যালয়ের অনশনরত ছাত্র-ছাত্রীদের দেখতে যেয়ে তাদের দাবীর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেন। জনশক্তি পার্টির সভাপতি এডভোকেট আবদুল্লাহ আল নাসের ও অপর ক'জন দলীয় নেতা এক যুক্ত বিবৃতিতে বিদ্যালয়টি উচ্ছেদ বন্ধের দাবী জানিয়েছেন। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের হাবিবুর রহমান হাবিব, সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল ও মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম মারুফ ও সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান মতি পৃথক পৃথক বিবৃতিতে অনশনরতদের দাবীর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।